৫৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 15 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অনুদান পাওয়া মাদ্রাসায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে

দৈনিক 'সংবাদ' ১০ জুলাই সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত রাশেদ আহমেদের তথ্যবহুল প্রতিবেদন "অনুদান পাওয়া দুই-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসাই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত"। এই সাহসী লেখার জন্য তাকে জানাই অভিনন্দন। গত কয়েকদিন ধরে পবিত্র জাতীয় সংসদসহ দেশের সংবাদপত্রে দু' ধরনের সংবাদ, বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে। এক অংশ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে প্রচার করছেন। কয়েকটি দৈনিক মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মায়াকান্না শুরু করেছে। শিক্ষামন্ত্রী গত ৬ই জুলাই মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, "মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রশ্নই উঠে না। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কথা বলছে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা অসত্য কথা বলে গুণাহর কাজ করছে। শিক্ষামন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান" (দৈনিক 'সংবাদ' ৭ই জুলাই সংখ্যা)। রাশেদ আহমেদ সাহেবের উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে আমরা শংকিত। ইসলামী শিক্ষার নামে যদি এভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি চলতে থাকে আর বছরের পর বছর সরকার নীরব থাকবে তা আমরা সমর্থন করি না। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিটি মাদ্রাসার সরেজমিনে তদন্ত করে নীতিমালা লংঘন ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মাদ্রাসায় অনুদান বন্ধ করা হলে দেশের নাগরিকদের আপত্তি করার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। একই সাথে স্কুল, কলেজ, বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল সকল স্তরে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। শিক্ষার মত একটি পবিত্র স্থানে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া আর ঠিক হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন আরও কঠোর হবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দুর্নীতির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ আছে। আমরা চাই অবশ্যই এই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। সারাদেশে মাদ্রাসা সমূহের ম্যানেজিং কমটির সভাপতি টিএনও এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক অথবা তার প্রতিনিধি। ছাত্রছাত্রীবিহীন মাদ্রাসায় কিভাবে তারা বেতন-ভাতার চেক বছরের পর বছর সই করেছেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। সরকার বিলম্বে হলেও একটি ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সচেতন নাগরিক ও জনগণকে এর পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। সারাদেশের মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠুক আমরা তা চাই। পরিশেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের আবেদন অন্যায় এবং অযৌক্তিক চাপের নিকট নতি স্বীকার না করে বর্তমান সিদ্ধান্তে অটল থেকে সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কঠোর হবার জোর দাবি রাখছি।

মোহাম্মদ এনামুল হক বাবুল
আহ্বায়ক
শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও নকল প্রতিরোধ আন্দোলন
নান্দাইল থানা শাখা, ময়মনসিংহ।